৮/১০/২০০১

দৈনিক ইত্তেফাক

পৃঃ ১ কলাম ২

# ক্যাম্পাসে অচেনা মুখের আবির্ভাব

## এক বছরের সেশন জট মাথায় নিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিলেও আতংক কাটে নাই

**ইত্তেফাক রিপোর্ট** ॥ ছাত্র ধর্মঘটজনিত কারণে আড়াই মাসের অনির্ধারিত বন্ধ শেষে প্রায় ১ বছরের সেশনজট মাথায় নিয়া গতকাল রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চালু হইয়াছে। ক্লাস শুরু হইবে ১০ই অক্টোবর। কিন্তু বিভিন্ন হলে অচেনা মুখের আবির্ভাব ঘটায় ঈষৎ স্বস্তির পাশাপাশি দেখা দিয়াছে নিরাপত্তাজনিত অস্থিরতা। প্রায় প্রতিটি হলে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের অস্বাভাবিক আনাগো-নায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পড়িয়াছে বিপাকে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের কড়া প্রহরা বসানো সত্ত্বেও হলে হলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক দূর হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্বয়ং ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। ২৯শে জুলাই ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে অনির্ধারিতকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ছাত্রদল ১২ই আগস্ট ছাত্র ধর্মঘট স্থগিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা স্বাভাবিক গতিতে শুরু হয়। ১৭ই আগস্ট জিয়াউর রহমান (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

### ক্যাম্পাসে অচেনা মুখের

(১ম পৃঃ পর)

হলে ফিরোজ নামে ছাত্রলীগের একজন কর্মী খুন হইলে ক্যাম্পাসে নূতন করিয়া উত্তেজনা দেখা দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছাত্রদলের একদল কর্মী প্রহৃত হয় এবং ক্যাম্পাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ঐদিনই ছাত্রদল জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে এক সমাবেশে পুনর্বার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্ধারিতকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। এই সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদত্যাগ দাবী করা হয়। ইহার পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করিতে থাকে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ক্যাম্পাসের পরিবেশ পাল্টাইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে হলে হলে প্রভাব ছিল ছাত্রলীগের। ১লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর পরই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ছাত্রদল। নূতন পরিবেশে ছাত্রদলের পরিচয়ে নগরীর বিভিন্ন এলাকার দাগী সন্ত্রাসীরাও বিভিন্ন হলে আশ্রয় নিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

ক্লাস শুরু না হইলেও গতকাল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাসে আসিয়াছিল। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, টিএসসি ও মধুর কেন্টিনে ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় ছিল উল্লেখ করার মত। লাইব্রেরীতে অনেকে বই লেন-দেন করিয়াছেন। টিএসসির লনে আড্ডা দিয়াছেন। মধুর কেন্টিনের চিত্র ছিল উৎসবমুখর। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ভীড়ে মুখরিত ছিল সারা কেন্টিন। টেবিলে টেবিলে আলোচনার বিষয় ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির স্মরণীয় বিজয়। নিরীহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই গতকাল মধুর কেন্টিনে আড্ডা দেয় নাই। অপরাজেয় বাংলা, টিএসসি সংলগ্ন ডাস চত্বরে বসিয়া অনেকে ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। অনেকেই পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়িয়াছেন ১০ই অক্টোবরের পর ক্লাস শুরু হইলে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকিবে কি? গতকাল ইত্তেফাক প্রতিনিধির সহিত বেশকিছু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়া কথা বলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী পারভিন ববি বলেন, অনেকদিন পর ক্যাম্পাসে আসিয়াছি। খুব ভাল লাগিতেছে। নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা যেন হয় ইহাই আমার প্রত্যাশা। নৃবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সঞ্জীব সাহা বলেন, লেখাপড়া অনেকদিন থামিয়া ছিল। মানসিক যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়াছে। আজ ক্লাস শুরু হইলে ভাল হইত। শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়নের এম এ বিভাগের ছাত্র রফিকুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘদিন পর ক্যাম্পাসে আসিয়া অনেকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইতেছে। নিজের কাছে ভাল লাগিতেছে। ক্যাম্পাসে আসিয়া নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেছি। সকলের নিকট প্রত্যাশা ক্লাস এবং পরীক্ষা যেন ঠিকমত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র এ এস এম ইউসুফ বলেন, ক্যাম্পাসে অচলাবস্থার অবসান হইয়াছে–ভাবিতেই আনন্দ পাই। অনেক দিন পর লাইব্রেরীতে আসিলাম। কোন কারণে ক্যাম্পাস যেন আবার অচল না হয়। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের